দোলক বাংলা

তারিখ 1/9/78
পৃষ্ঠা 5 কলাম 4

254

এয়ার ভাইস মার্শাল বাশারকে যেমন দেখেছি

মঞ্জুর মোরশেদ
চেয়ারম্যান, বাংলাদেশ চা বোর্ড

সেদিন পহেলা সেপ্টেম্বর সকাল ১০টায় বঙ্গভবনের নির্ধারিত ক্যাবিনেট অধিবেশন হঠাৎ নীরব হয়ে গেল একটি মর্মান্তিক খবরে। চিরকালের মত থমকে দাঁড়ালো একজন দেশ প্রেমিক, নিষ্ঠাবান কর্মীর দক্ষ প্রশাসনিক প্রাণচাঞ্চল্যের গতি। বেতারে প্রচারের আগেই ছড়িয়ে পড়ল এ খবর সারা শহরে। বিস্মিত বিমূঢ় অগণিত জনতা হল শোকাভিভূত। ঘোষিত হল অফিস-আদালত ছুটি। জাতীয় পতাকা হল অর্ধনমিত। এক মর্মান্তিক বিমান দুর্ঘটনায় যাঁর অমূল্য জীবনে আসল অন্তিম ছেদ, তিনি হলেন তমায়িক ব্যক্তিত্বের অধিকারী এয়ার ভাইস মার্শাল এম কে বাশার।

এই হাস্যোজ্জল চেহারার মানুষটি '৭৬-এর ৩রা মে, খাদ্য মন্ত্রণালয়ের ভারপ্রাপ্ত উপ-প্রধান সামরিক আইন প্রশাসক নিযুক্ত হন। খাদ্য মন্ত্রণালয়ের সচিব হিসাবে তাঁর সাথে কাজ করি। বেসামরিক প্রশাসনে এটাই তাঁর প্রথম আগমন। স্বাধীনতা যুদ্ধে তাঁর ঐতিহাসিক অবদানের কথা শুনেছি এবং বিমান চালনায় তাঁর বিশেষ নৈপুণ্য সবাইকে বিস্মিত করে রেখেছে। তার চেয়ে বেশী অবাক হলাম রাষ্ট্র পরিচালনায় তাঁর ক্ষিপ্র সিদ্ধান্ত নেবার ক্ষমতা ও বিচক্ষণতা দেখে। একজন বৈমানিক যে এত নিপুণভাবে খাদ্যমন্ত্রণালয়ের মত অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ মন্ত্রণালয়ের সমস্যাগুলি এত শীঘ্র বুঝতে পারতেন তা শুধু বিজ্ঞ প্রশাসকের পক্ষেই সম্ভব। দায়িত্ব পালনে কোনদিন তাঁর এতটুকু অবহেলা দেখিনি, সিদ্ধান্তের অভাবে কোন জরুরী ফাইলের স্তূপও জমেনি কোনদিন। কাজ করাই ছিল তাঁর নেশা। কোন সমস্যার সম্মুখীন হলে তিনি ধীরস্থিরভাবে সমস্যার কারণ খুঁজে সমাধান করতে চেষ্টা করতেন। সীমিত সম্পদ থেকে কিভাবে বেশী ফল পাওয়া যায় সে ব্যাপারে তিনি ছিলেন সদাসচেষ্ট। দেশাত্মবোধ তাঁর এত প্রগাঢ় ছিল যে, জাতীয় সম্পদের অপচয় তিনি কখনও সহ্য করতে পারতেন না। কোন অপচয়ের সংবাদ তাঁর কাছে পৌঁছলে দেখেছি তা রোধ করার জন্য উদগ্রীব হয়ে পড়তেন। এমন কি প্রয়োজন হলে নিজে ঘটনাস্থলে ছুটে যেতেন। কখনও তাঁর মধ্যে ব্যক্তিস্বার্থের প্রাধান্য দেখিনি এবং তোষামোদ কখনও পছন্দ করতেন না। ব্যক্তিগত প্রচারের তিনি ছিলেন বিরোধী। ঘন ঘন ছাপাতেন না তাঁর ছবি কাগজে। তাইতে মরণে তাঁর এত প্রচার পেয়ে সবাইকে অবাক করে দেখিয়ে গেলেন যা সত্য এবং শাশ্বত তা চির উজ্জ্বল, চির অম্লান।

নানা গুণের মাঝে তাঁর কটি গুণ আমাকে বেশ অভিভূত করেছিল তা হচ্ছে ব্যক্তিগত জীবনে তিনি ছিলেন সদালাপী এবং অপরের মতের প্রতি ছিলেন সহনশীল ও শ্রদ্ধাশীল। কোন সিদ্ধান্তে নিজের মত অন্যের উপর না চাপিয়ে অন্যের মত গ্রহণ করতে সংকোচ ছিল না। তাঁর চরিত্র এত পরিচ্ছন্ন ও মধুর ছিল যে, তাঁর সংস্পর্শে এসে কেউ মুগ্ধ না হয়ে পারেনি। তাঁর কাছে কোন কাজে এসে অনেকে নিরাশ হয়ে গেলেও ব্যবহারে কেউ বিমর্ষ হয়ে ফিরে যেত না। কর্মচারীদের সাথে ব্যবহার এত সুন্দর ছিল যে সবাই তাঁর সাথে কাজে একটা অনুপ্রেরণা পেত। এটা সম্ভব হয়েছিল কারণ তাঁর কাছে জাতীয় স্বার্থ সংকীর্ণতার অনেক উর্ধ্বে ছিল। স্বল্প সময়ে আমি যতটুকু জানতে পেরেছি তা হলো প্রতিটি কর্মে ও চিন্তায় তিনি ছিলেন একজন খাঁটি দেশপ্রেমিক বাঙালী। আজ তাঁর স্মৃতিকে স্মরণ করতে গিয়ে মনে হচ্ছে শুধু স্বাধীনতা যুদ্ধের একজন নির্ভীক সৈনিকই তিনি ছিলেন না, তিনি ছিলেন একাধারে নিপুণ পারদর্শী একজন বৈমানিক, প্রজ্ঞাসম্পন্ন একজন অভিজ্ঞ প্রশাসক একজন দেশ-প্রেমিক নিষ্ঠাবান কর্মী এবং পরিচ্ছন্ন চরিত্রের অধিকারী একজন সদালাপী মানুষ যাঁর আকস্মিক মৃত্যু একটা সম্ভাবনাপূর্ণ জীবনের অবসান ঘটিয়েছে।

কর্মময় জীবনে অনেকের সাথে কাজ করতে হয়েছে এবং করছি, আরও হয়ত করতে হবে। তবে তাঁর সাথে একশো বিশ দিনের স্মৃতি সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য নিয়ে থাকবে উজ্জ্বল হয়ে মনের মানসপটে।

আজ মনে একটা প্রশ্ন জাগছে যা মহান ও সুন্দর ক্ষণস্থায়ী হলেও তাঁর স্মৃতি অমর, কোন দিন ম্লান হবেনা। কালের পটে তাঁর অবদান অম্লান হয়ে থাকুক এবং দৃষ্টান্ত হয়ে এক যুগ থেকে অন্য যুগে এগিয়ে চলুক এটাই আমাদের কাম্য এবং শ্রদ্ধার সাথে স্মরণ করুক আগামী দিনের নাগরিকেরা।